মেহেরপুর সরকারি কলেজে ঈদ পুনর্মিলনী ও রম্য বিতর্ক

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী, রম্য বিতর্ক এবং কৃতি বিতার্কিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজের বৈশাখী চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালীথ্যা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ফুয়াদ খান, মইনুল হোসেন, হাসানুজ্জামান, বশির আহমেদ ও সানজিদা ইসলাম। সুমনা পারভিন যুথির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি নাফিউল ইসলাম।

এ সময় বিতর্ক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলেজের শিক্ষার্থী আলিয়া খাতুন, ডানজিদ রহমান অর্পণ, আকাশ আলী ও নাফিউল ইসলামকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রম্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ইমারা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস সোভা, হামিম ইসলাম সোহাগ, সুমনা পারভিন যুথি, রাকিব আহমেদ, মারুফ হোসেন, মিলা খাতুন, সাব্বির হোসেন, সানিহা জামান ও শিহাব হাসান।

বিতর্ক শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বাঁধনের

২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিঃস্বার্থ রক্তদানের অঙ্গীকারে মানবসেবার ব্রত নিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজে উদযাপিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাঁধন এর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় আনন্দ র্যালির মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে কেক কাটা ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঁধন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ পরিবার, পদ্মা জোনের সভাপতি মো. নাফিউল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. কে. এম. নজরুল কবীর।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান খেজমত আলী মালিথা, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. হাসানুজ্জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বশির আহম্মেদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক তৌফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. মনিরুজ্জামান, সাবেক সভাপতি সবুজ আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক প্রমুখ।

বাঁধনের বর্তমান ও সাবেক কর্মীরা উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মানবতার সেবায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এ আয়োজনকে সকলেই সাধুবাদ জানান।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে অভিভাবক সমাবেশ

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল দশটার দিকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে অভিভাবক সমাবেশ।

দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক ও বানিজ্য বিভাগের ৮০ জন শিক্ষার্থী ও ৯৯ জন অভিভাবকের উপস্থিতিতে বাংসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে অভিহিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অভিভাবক সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো: মফিজুর রহমান। কলেজের শিক্ষক পরিষদের সহ: সম্পাদক ড. মো: মহবুব আলমের সঞ্চালনায় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন মানবিক বিভাগের আফিয়া ইবনাত, নিশাত আফরিন, আফিয়া ফাহমিদা।

অভিভাবকদের মধ্য থেকে পরামর্শ মূলক বক্তব্য প্রদান করেন মো: আনিছুর রহমান (আনিস), মো: মোশাররফ হোসেন, মো: রেজাউল হক, মো: সাব্বির হোসেন। শিক্ষকদের মধ্য থেকে দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দেন সহকারি অধ্যাপক মোহা: আব্দুল মোনয়েম, মো: সাইদুর রহমান ও শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মো: মহিতুর রহমান।

এই সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ভালোমন্দ দিক গুলো আলোচনা, তাদের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ বাড়ানে এবং অনুপস্থিতির হার কমানোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। অধ্যক্ষ সাহেব শিক্ষার্থীদের কলেজে নিয়মিত ক্লাস করা ও সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার উপর নির্দেশ প্রদান করেন

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সবুজ চত্বরে শুভসংঘের পাঠচক্র

শিক্ষার্থীদের পাঠঅভ্যাসে অভ্যস্ত করতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো পাঠচক্র অনুষ্ঠান।

রবিবার সকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পাঠ ও কবিতার পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক হাসান।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে পাঠচক্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নাফিউল ইসলাম।

কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন বলেন, বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মূল্যবান সময় নিজের অজান্তেই নষ্ট করছি। আমরা যদি দিনের একটি সময় বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারি, তবে ভবিষ্যতে সফলতার গল্প লিখতে এই সময়টির কথা বারবার মনে পড়বে। বিখ্যাত মনীষী এবং সফল ব্যক্তিরা এখনো তাদের দিনের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা সময় বই পড়ার কাজে কাটান। আমাদেরও এখন থেকেই বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। নিয়মিত বই পড়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে বিকশিত করতে পারব।

সভাপতির বক্তব্যে রফিকুল আলম বকুল বলেন, আমাদের ছোটবেলায় যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, তখন সময় কাটানোর মূল উৎসই ছিল বিভিন্ন ধরনের বই পড়া। বই পড়ার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের, এলাকার কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জানতে পারি। শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দিনের একটি সময় হাতের মোবাইলটি দূরে সরিয়ে রেখে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। এ অভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের মানসিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

পাঠচক্রে অংশ নেন সংগঠনের স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্ণিমা, কার্যকরী সদস্য সুরাইয়া আক্তার হ্যাপী। পাঠচক্রে গীতাঞ্জলির বিভিন্ন কবিতা পাঠ করেন শিক্ষার্থী স্মৃতি খাতুন, জেবা আক্তার, উর্মিলা খাতুন, আলিন আহম্মেদ, আয়েশা সিদ্দিকা অ্যানি, সামিয়া আক্তার, সুরাইয়া আক্তার মলি, তাবাচ্ছুম সুলতানা আইরিন, মোছাঃ গোলাপী, ফারজানা আক্তার আশা, সাদিয়া ইসলাম, দিশা দাস , মোঃবিপুল , নাহিদ খান প্রমুখ।

পাঠচক্র অনুষ্ঠানে সকলকে বই পড়ার অভ্যাস তৈরিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং পাঠঅভ্যাস গড়ে তুলতে প্রতি মাসে অন্তত একটি পাঠচক্র অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। সোমবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে এই জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবিতার দুই ধ্রুবতারা রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্যদর্শনের উপর শীর্ষক সেমিনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরুষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সি আবু সাইফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যেকটা বাঙালি এবং মানুষের হৃদয়ে আছেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে কবিতা মাধ্যমে উপন্যাস মাধ্যমে ছোটগল্প এবং সংগীতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে বসে আছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তারা অমর হয়ে থাকবেন প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। তাদের রচিত প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষা সাহিত্য এবং রসে ভরা তাদের রচিত কবিতা উপন্যাস ছোটগল্প এবং সংগীত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ফারজানা কেতকী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক সফিকুল ইসলাম। প্রবন্ধিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক আজিম হোসেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হাসান।

সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্র-নজরুলের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জনকারীদের হাতে পুরুষ্কার তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ ও অনান্য অতিথিবৃন্দ। পুরুষ্কার বিতরণী শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মুন্সি আবু সাইফ উপস্থিত সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম আর নেই

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আনোয়ারুল করিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজ শনিবার (৩১ মে) দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. আনোয়ারুল করিম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিরহংকারী শিক্ষক ও সমাজসেবক, যাঁর জ্ঞানের আলোর স্পর্শে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টায় তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। তাঁর কন্যা দেশবাসীর কাছে বাবার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।

পাল্টে গেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজের দৃশ্যপট

একাদশ শ্রেণির ক্লাসে এখন এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা ড্রেস কোড মানে, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয়, মনোযোগী হয়ে ক্লাস করছে। এক সময় যেখানে ধারাবাহিক ক্লাসের ধারনাই অসম্ভব ছিল, সেখানে এখন নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

কয়েক বছর আগেও এই দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন ছিল। ব্যবহারিক ক্লাস তো দূরের কথা, সাধারণ ক্লাসের উপস্থিতিও ছিল হতাশাজনক। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, পরীক্ষাগুলো হচ্ছে নির্ধারিত নিয়ম মেনে। কিছু শিক্ষক নিয়োজিত আছেন ক্যাম্পাসের পরিবেশ তদারকিতে, যাতে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীরা বাইরে ঘোরাঘুরি না করতে পারে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বর্তমান চিত্র এটি। বিশেষ করে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবিরের যোগদানের পর কলেজের চেহারায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে কলেজের অব্যবস্থাপনা দেখে দ্রুত সংস্কারে হাত দেন।

তিনি শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নিয়মিত ক্লাস পরিদর্শন শুরু করেন, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝেও। আগে যেখানে শিক্ষার্থীরা অনিয়মিত ছিল, এখন তারা আগ্রহ নিয়ে ক্লাস করছে। পরীক্ষাগুলোও এখন জাতীয় মানের সিট প্ল্যান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, রেজাল্ট প্রকাশ হচ্ছে নির্ধারিত নিয়মে।

কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব বলেন, “কলেজটি আগে গোচারণ ভূমি ছিল। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর থেকে কলেজকে দৃষ্টিনন্দন করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি কলেজে সূর্যমুখী ফুলসহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছ রোপণ করে সবুজে ভরিয়ে তুলেছেন। আইটি খাতে আধুনিকায়নে স্যারের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলে এখন রেজাল্ট গ্রহণ, অর্থ জমা দেওয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

তিনি আরও বলেন, “স্যার দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাসী এবং সবকিছুতেই তা বাস্তবায়ন করেছেন। কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে তিনি পুরো সিস্টেম কম্পিউটারাইজড করেছেন। কলেজের হিসাব রক্ষণ বিভাগ আধুনিকায়ন করা হয়েছে, আইটি সেকশনে চালু হয়েছে বিশেষ ট্রেনিং কোর্স।”

অধ্যক্ষের উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলেজের পরিবেশে নতুন প্রাণ ফিরে এসেছে। শিক্ষকরা একযোগে কাজ করছেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়ায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ এখন শুধু জেলারই নয়, গোটা অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, “আমাদের নতুন প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর কলেজ যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তিনি কলেজে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করেছেন এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের সকলের জন্য ড্রেস কোড নির্ধারণ করেছেন। এছাড়াও এখন নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা আমরা আগে এই কলেজে কখনও দেখিনি।”

কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আব্দুল লতিফ বলেন, “যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি নেতৃত্ব ভালো হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান হোক তা কলেজ বা অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি, ভালোভাবে পরিচালিত হয়। আমাদের বর্তমান প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের অনেক কলেজে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেয়া হয় না, কিন্তু স্যার এখানে নিজ উদ্যোগে বিনা খরচে চারটি টিউটোরিয়াল পরীক্ষা পরিচালনা করছেন। আমাদের সিলেবাস এমনভাবে সুষমভাবে বণ্টন করা হয়েছে যে, টেস্ট পরীক্ষায় কী হবে এবং ফাইনাল পরীক্ষায় কী থাকবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত আছে। প্রতিটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নিয়মিত ক্লাসও পরিচালিত হচ্ছে। এই সবকিছু মিলিয়ে কলেজের আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে জানান, “একটি নামকরা কলেজ একদিনে গড়ে ওঠে না। যদি আমরা আমাদের মেহেরপুর সরকারি কলেজকে সেই আদলে গড়ে তুলতে চাই, তবে শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের একযোগে কাজ করতে হবে।”

তিনি আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, “মেহেরপুরের এই ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন কলেজের পুরনো গৌরব আমরা অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে পারবো।”